বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রকিউরমেন্ট বিভাগ
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

ফোন নং : ০২-২২২৩৩৮৩৫৩৫
০২-২২২৩৩৫৭৮৮২
Email: dgmcsd@krishibank.org.bd
Web : www.krishibank.gov.bd

স্মারক নং প্রকা/প্রকিউর-১০(৫)/অংশ-০৬(ক)/২০২৬-২০২৭/৩৪ তারিখ: ০৯.০৭.২০২৬খ্রি.

'ই-মেইলযোগে প্রেরিত'

মহাব্যবস্থাপক, সকল বিভাগীয় কার্যালয়/বিকেবি স্টাফ কলেজ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা
উপমহাব্যবস্থাপক, সকল রিজিওনাল স্টাফ কলেজ/বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়/কর্পোরেট শাখাসমূহ
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা
সকল শাখা ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

বিষয়: অতিভারী বর্ষণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতে ব্যাংকের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সতর্কতা অবলম্বন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক সময়ের সতর্কবার্তা সমূহের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেশজুড়ে অতিভারী বর্ষণ, আকস্মিক বন্যা এবং বজ্রপাতের প্রকোপ আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে আমাদের পাহাড়ী অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল এবং হাওর অঞ্চলের শাখাগুলো চরম ঝুঁকিতে রয়েছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কর্মী, মূল্যবান নথিপত্র, মাঠপর্যায়ের শাখাগুলোর নিরাপত্তা, গ্রাহক সেবা নিরবচ্ছিন্ন রাখা এবং আর্থিক সম্পদ সুরক্ষায় নিম্নলিখিত জরুরি নিরাপত্তা ও সতর্কতামূলক পদক্ষেপগুলো অবিলম্বে গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে:

ক. উপকূলীয় ও বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য সতর্কতা (বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙন)

- গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও ভল্টের সুরক্ষা: অতিভারী বর্ষণের কারণে জোয়ারের পানি বা বন্যার পানি প্রবেশ করতে পারে এমন নিচু এলাকার শাখাগুলোকে ব্যাংকের ক্যাশ ভল্ট সীমিত রাখা ও প্রয়োজনে সরিয়ে ফেলা, ল্যাপটপ, সার্ভার এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র (লোন ফাইল, লেজার) নিরাপদ ও উঁচু স্থানে সরিয়ে নিতে হবে।
- নদীভাঙন পর্যবেক্ষণ: যেসব শাখা নদীভাঙন কবলিত বা ভাঙনের ঝুঁকিতে রয়েছে, সেগুলোর অবকাঠামোগত অবস্থা প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ভাঙন তীব্র হলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দ্রুত বিকল্প স্থানে কার্যক্রম স্থানান্তরের পূর্বপ্রস্তুতি (BCP) রাখতে হবে।
- জরুরি বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ: বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসের কারণে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হলে জেনারেটর বা ইউপিএস (UPS) ব্যাকআপ সচল রাখতে হবে, যাতে অনলাইন ব্যাংকিং ও সিসিটিভি ক্যামেরা সচল থাকে।

খ. পাহাড়ী ও হাওর অঞ্চলের জন্য সতর্কতা (ভূমিধস ও পাহাড়ী ঢল)

- ভূমিধস ঝুঁকি মোকাবেলা: অতিভারী বর্ষণে পাহাড়ের পাদদেশে বা ঢালু এলাকায় অবস্থিত শাখাগুলোর আশেপাশে ভূমিধসের লক্ষণ (যেমন: মাটিতে ফাটল, দেয়াল দেবে যাওয়া) দেখা দিলে অবিলম্বে স্থানীয় প্রশাসনকে জানাতে হবে এবং স্টাফদের নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে।
- পাহাড়ী নদী ও ফ্ল্যাশ ফ্লাড: অতিভারী বর্ষণের কারণে পাহাড়ী নদী সংলগ্ন শাখাগুলোতে হুট করে ধেয়ে আসা আকস্মিক বন্যা (Flash Flood) বা ঢল মোকাবেলায় রাতে ব্যাংকের পাহারাদারদের সর্বোচ্চ সজাগ থাকতে হবে।

গ. ক্যাশ ইন ট্রানজিট (Cash in Transit) এর বিশেষ নিরাপত্তা

- আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও রুট নির্ধারণ: দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, ভারী বৃষ্টি বা বন্যার সময় টাকা স্থানান্তরের আগে আবহাওয়া ও রাস্তার সর্বশেষ পরিস্থিতি জেনে নিতে হবে। পাহাড়ী ধস, রাস্তা তলিয়ে যাওয়া বা নদীভাঙন কবলিত রুটগুলো সম্পূর্ণ পরিহার করে নিরাপদ বিকল্প রুট ব্যবহার করতে হবে।
- জলরোধী (Waterproof) সুরক্ষা: পরিবহনের সময় টাকার ব্যাগ বা ট্রাঙ্ক যাতে কোনোভাবেই বৃষ্টির পানি বা বন্যার পানিতে ভিজে নষ্ট না হয়, সেজন্য শতভাগ ওয়াটারপ্রুফ কভার বা প্লাস্টিক মোড়ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- যানবাহন ও চালকের সতর্কতা: ক্যাশ বহনের জন্য ব্যবহৃত গাড়িটি (প্রয়োজনে রেন্টাল বা নিজস্ব) দুর্যোগে চলাচলের উপযোগী কিনা এবং ব্রেক ও চাকা ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে। বিশেষ করে পাহাড়ি বা উপকূলীয় পিচ্ছিল ও ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তায় অভিজ্ঞ চালক নিয়োগ করতে হবে।

ক্রমশ: পাতা-০২

- অতিরিক্ত নিরাপত্তা ও পুলিশ এসকর্ট: দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে যেকোনো ধরনের ছিনতাই বা ডাকাতি রোধে ক্যাশ ইন ট্রানজিটের সময় সশস্ত্র গার্ডের উপস্থিতি এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় (পুলিশ এসকর্ট) নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে।
- সময় ব্যবস্থাপনা: ঝড়-বৃষ্টির রাতে বা সন্ধ্যার পর টাকা স্থানান্তর কোনোভাবেই করা যাবে না। দিনের আলো থাকতে থাকতেই ক্যাশ ইন ট্রানজিটের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কোনো কারণে পথিমধ্যে আটকা পড়লে নিকটস্থ থানা বা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের যেকোনো নিরাপদ শাখায় ক্যাশ সাময়িকভাবে নিরাপদ হেফাজতে রাখতে হবে।

ঘ. বজ্রপাত ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা

- বজ্রপাত নিরোধক ব্যবস্থা: ব্যাংকের ভবনে লাইটনিং অ্যারেস্টার (বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড) সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।
- বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট প্রতিরোধ: ভারী বৃষ্টির কারণে ব্যাংকের ওয়্যারিংয়ে পানি ঢুকছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। তীব্র বজ্রপাতের সময় ব্যাংকের সংবেদনশীল আইটি ডিভাইস এবং সার্ভার সাময়িকভাবে নিরাপদ রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ঙ. সাধারণ অবকাঠামোগত নিরাপত্তা

- অতিভারী বর্ষণে ভবনের ছাদ বা জানালা দিয়ে যাতে বৃষ্টির পানি ভেতরে প্রবেশ করে ল্যাপটপ বা কম্পিউটার নষ্ট না করে, তা নিশ্চিত করতে হবে।
- শাখার ভেতরে এবং বাইরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল রাখতে হবে যাতে কৃত্রিম জলাবদ্ধতা তৈরি না হয়।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে সর্বদা ভবন মনিটরিং করতে হবে। যেকোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে ভাড়াকৃত ভবন হলে ভবন মালিক এবং নিজস্ব ভবন হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করে নিরাপদ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৩। যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত জরুরি পরিস্থিতিতে স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ফায়ার সার্ভিস এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। জানমালের নিরাপত্তাকে সর্বদা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। অতিভারী বর্ষণ, আকস্মিক বন্যা, ভূমিধস ও বজ্রপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে ব্যাংকের নিজস্ব জনবলের পাশাপাশি আউটসোর্সিং বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাখা ব্যবস্থাপকগণ তাদের শাখায় নিয়োজিত বেসরকারি সিকিউরিটি এজেন্সির সুপারভাইজার বা গার্ডদের ডেকে এই নির্দেশনাসমূহ বুঝিয়ে বলবেন। 'প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম'- এ কথাটি যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রেই সর্বদা অনুসরণীয়। এই প্রতিরোধে সর্বাধিক বেশি অবদান রাখে সঠিক তথ্য জ্ঞান সমৃদ্ধ হওয়া। এর শুরুটা হয় আবহাওয়ার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকা থেকে। এই অভ্যাস স্বয়ংক্রিয়ভাবেই যে কোনো দুর্যোগের মুহূর্তে সক্রিয় থাকার প্রবণতা দেয়। কি করতে হবে তা আগে থেকে জানা থাকলে বা তাতে অভ্যস্ত থাকলে জরুরী মুহূর্তগুলোতে অস্থিরতা কাজ করে না। বরং নিজেকে সহ আশেপাশের মানুষ ও সম্পদগুলোকেও নিরাপত্তা দেয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া যায়।

০৪। এমতাবস্থায়, অত্র বিভাগ হতে সময়ে সময়ে জারিকৃত পত্রের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ের নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ের সকল তথ্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী একে অপরের সাথে আলোচনা ও শেয়ার করে নিজেকে আপ-টু-ডেট রেখে ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবেন।

০৫। বিষয়টি নিরাপত্তা বিষয়ক এবং অতীব জরুরী।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত,

০৯.০৭.২০২৬

মেজর সরকার তারেক আহমেদ (অবঃ)
প্রধান নিরাপত্তা উপদেষ্টা

স্মারক নং প্রকা/প্রকিউর-১০(৫)/অংশ-০৬(ক)/২০২৬-২০২৭/৩৪ তারিখ: ০৯.০৭.২০২৬খ্রি.

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-১/২ মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৪। উপমহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস্ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা কে পত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও, পিমা সিস লি./জেএসএস সার্ভিসেস লি., বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৬। অফিস কপি।

০৯.০৭.২০২৬
মোঃ সাইফুল ইসলাম
ঊর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা